দৈনিক ইত্তেফাক

৩০ JUN 1992

তারিখ ২৯ JUN 1992
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ...

30 JUN 1992

72

ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের ব্যাপক গোলাগুলী

ইত্তেফাক রিপোর্ট ।। গতকাল (সোমবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের (ম–ই) দুই গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক গোলাগুলী হয়। সকাল ১১টায় মধুর কেন্টিনে মণ্টু–সমর্থিত ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে ছাত্রলীগ (ম–ই) সভাপতি মঈনুউদ্দিন হাসান চৌধুরী লাঞ্ছিত হওয়ার পর দুই গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। বেলা সাড়ে ১২ টায় গোলাগুলী শুরু হয়। গোলাগুলীর সময় প্রাণভয়ে স্থান ত্যাগ করিতে গিয়া (২য় পৃঃ দ্রঃ)

ক্যাম্পাসে

(১ম পৃঃ পর)

৩ জন ছাত্র এবং ১ জন ছাত্রীসহ ৪ জন হাতে-পায়ে আঘাত পায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ক্যাম্পাসের সন্ত্রাসী ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে।

গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় জহুরুল হক হল হইতে মন্টু সমর্থিত ছাত্রলীগের একটি মিছিল বাহির হইয়া কলাভবন প্রদক্ষিণ শেষে মধুর কেন্টিনের সম্মুখে জমায়েত হয়। এই সময় ছাত্রলীগ সভাপতি মঈনউদ্দিন হাসান চৌধুরী মধুর কেন্টিনে সংগঠনের কয়েকজন নেতা-কর্মীকে নিয়া বসিয়াছিলেন। মন্টু সমর্থিত ছাত্রলীগের কর্মীদের কয়েকজন মধুর কেন্টিনে ঢুকিয়া মঈনউদ্দিন হাসান চৌধুরীর টেবিল ঘেরাও করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, এই সময় চিৎকার করিয়া বলা হয়, যে যেখানে আছেন বসিয়া থাকুন। ইহার পর মঈনকে উদ্দেশ করিয়া গালিগালাজ করা হয়। এক পর্যায়ে দুই তরুণ মঈনকে কেন্টিন হইতে বাহির করিয়া দেয়। ইহার পর মন্টু সমর্থিত ছাত্রলীগ কেন্টিনের সম্মুখে এক ছাত্র সভার আয়োজন করে। সভায় বলা হয় : আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সংগঠন ছাত্রলীগের অতীত ঐতিহ্য রক্ষা করিতে চাই। আমাদের বিশ্বাস সারাদেশের ছাত্রলীগ প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে ছাত্রলীগের যে কমিটি গঠিত হইয়াছে, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সেই কমিটির গুরুত্ব দিবেন। সভায় ছাত্রলীগ (ম-ই) কমিটিকে 'পকেট কমিটি' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। ওয়াহিদুজ্জামান লনি, আবু তাহের সভায় বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ নেতা মোস্তফা মোহসীন মন্টুর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করিয়া নেওয়ার দাবী করেন।

সভাশেষে কর্মীরা মধুর কেন্টিন ত্যাগ করিলে ছাত্র লীগের (ম-ই) একটি প্রতিবাদ মিছিল বাহির করে। মোস্তফা মোহসীন মন্টুর বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়া মিছিলটি কলাভবন প্রদক্ষিণের পর মধুর কেন্টিনের সম্মুখে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। কে, এইচ, এম লিজু, ইকবাল হোসেন অপু সভায় বক্তৃতা করেন। সভায় বলা হয়, সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় একটি সন্ত্রাসীচক্র জহুরুল হক হল দখল করিয়া রাখিয়াছে। ঈদের গরু কোরবানীর চামড়া বিক্রি বাবদ ১ লক্ষ টাকা ... অবৈধভাবে সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ অর্থ ও স্বর্ণের বখরাকে ... করিয়া জহুরুল হক হলে ... নামে একজন বহিরাগতকে ... করা হয়। প্রমাণ করার চেষ্টা ... হইতেছে হলের বাহির হইতে গুলী করিয়া লাক্কুকে হত্যা করা হইয়াছে। অথচ লাক্কু যেখানে গুলীবিদ্ধ হইয়াছে বাহির হইতে সেখানে সরাসরি গুলী পেঁৗছিতে পারে না। জহুরুল হক হলের অভ্যন্তরেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। জহুরুল হক হইতে সন্ত্রাসীদের বিতাড়িত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানাইয়া সভা শেষ করা হয়।

এই সময় মধুর কেন্টিন এলাকাসহ সারা কলাভবন, মল, লাইব্রেরী এলাকায় বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ক্লাস, লাইব্রেরী ওয়ার্ক ও আড্ডায় ব্যস্ত ছিল। বেলা সাড়ে ১২টায় অকস্মাৎ লেকচার থিয়েটার সংলগ্ন কলাভবনের গেট হইতে ছাত্রলীগের একটি গ্রুপ ফাঁকা গুলী ছোড়ে। মধুর কেন্টিন এলাকা হইতে অপর গ্রুপ পাল্টা জবাব দেয়। মুহূর্তে চতুর্দিক হইতে গোলাগুলী শুরু হয়। অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র হাতে একদল তরুণ ছোটাছুটি শুরু করিয়া দেয়। ডাকসু ভবনের সম্মুখে পুলিশের লোকজন কি করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। দুই পক্ষেই তরুণেরা গুলী ছুঁড়িতে ছিল। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাণভয়ে ছুটাছুটি শুরু করিয়া দেয়। অনেকে খোলা মাঠে শুইয়া পড়ে। কেউ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, কলাভবনের বিভিন্ন কক্ষে, রোকেয়া হলের ভিতর আশ্রয় নেয়। কলাভবনের ক্লাসে পড়ানো বন্ধ করিয়া ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক সকলেই আতঙ্কিত হইয়া উঠেন। এক পর্যায়ে ত্রিমুখী লড়াই শুরু হয়। মধুর কেন্টিন, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী এলাকায় ছাত্র লীগের এক গ্রুপ, লেকচার থিয়েটার এলাকায় অপর গ্রুপ। কিছুক্ষণ পরে জগন্নাথ হলের দিক হইতে ছাত্রলীগের একটি গ্রুপ মধুও কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী এলাকায় সহযোগীদের সহিত যোগ দেয়। গোলাগুলী চলাকালে বিভিন্ন ভবনে আটকাপড়া ছাত্র-ছাত্রীদের চোখে মুখে ছিল আতংক। এক পর্যায়ে সংখ্যায় ৩/৪ জনের একদল সশস্ত্র তরুণ রোকেয়া হলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া কলাভবনের দিকে গুলী ছুঁড়িতে শুরু করিলে ছাত্রীদের মধ্যে আতংক দেখা দেয়। হলে ঢুকিয়া পড়া সাধারণ ছাত্রদের অবস্থা ছিল করুণ। হলের মহিলা কর্মকর্তারা ছাত্রদের ভিতরে ঢোকার জন্য বারণ করিতেছিলেন। অথচ না ঢুকিয়া উপায় ছিল না। এক পর্যায়ে হল কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের হলের অফিসে বসার পরামর্শ দেন। প্রায় আধ ঘন্টা গোলাগুলীর পর পুলিশ একাকায় কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়িলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।। কিন্তু দুপুর আড়াইটায় পুনরায় এস,এম ও জহুরুল হক হল এলাকায় ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলী শুরু হয়। জানা যায়, এই সময় ফুলার রোড সংলগ্ন শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায় গুলী প্রবেশ করিয়াছে। ডঃ ললিত মোহন নাথ নামে একজন শিক্ষকের বাসার দেয়ালে গুলী লাগে। রাতে রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত দুই গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা অব্যাহত ছিল।

ক্যাম্পাসের সন্ত্রাসী ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রদল গতকাল কলাভবনে বিক্ষোভ মিছিল শেষে ডাকসু ভবনের সম্মুখে সমাবেশের আয়োজন করে। রুহুল কবীর রিজভী, ইলিয়াস আলী, খায়রুল কবীর খোকন, আবদুল মালেক প্রমুখ সমাবেশে বক্তৃতা করেন। সমাবেসে বল। হয়, আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারকে জিম্মি করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা চায় না বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া হউক, সুষ্ঠু পরিবেশ বিরাজ করুক। সভায় গতকালের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার ও শাস্তি দাবী করা হয়।

ক্যাম্পাসে সৃষ্ট সন্ত্রাসী ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া ডাকসু, ছাত্রলীগ (ম-ই), গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য, ছাত্রলীগ (মো-বি), ছাত্রলীগ (মিজা লনি), সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন পৃথক বিবৃতি প্রদান করিয়াছে। ডাকসুর ভিপি আমান উল্লাহ আমান এম,পি ওজি, এস খায়রুল কবীর খোকন বিবৃতিতে বলেন, মজিববাদী ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রী জিম্মি হইয়া রহিয়াছে। বিবৃতিতে রবিবার কলাভবনে শিক্ষকদের কক্ষে ভাংচুরের ঘটনার নিন্দা প্রকাশ করিয়া বলা হয়, তবে শিক্ষক সমাজকেও মানবিক দৃষ্টিকোন হইতে ছাত্রদের দাবী বিবেচনা করিতে হইবে। ছাত্রলীগের (ম-ই) সভাপতি মঈনউদ্দিন হাসান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহীম এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ছাত্রনেতা বাদলের হত্যাকারীরা মধুর কেন্টিনে ছাত্রলীগের কর্মীদের উপর হামলা চালায়। ক্যাম্পাসে গুলী ছুড়িয়া ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এই চক্রটি জহুরুল হক হলে অসামাজিক কার্যকলাপ চালাইয়া যাইতেছে। চাঁদা আদায়ের বখরাকে কেন্দ্র করিয়া তাহারা বহিরাগত যুবক লাক্কুকে হত্যা করে। বিবৃতিতে মধুর কেন্টিনে হামলার ঘটনার বিচার দাবী করা হয়।